জুমার খুতবা

١٤٤٥/٢/١٦ هـ | 2023/9/1 م

সম্মানিত শায়খ ড.
আব্দুল মুহসিন বিন মুহাম্মাদ আল কাসেম
মসজিদে নববী শরীফের ইমাম ও খতীব

বিষয়

শুভ স্বপ্ন

a-alqasim.com

শুভ স্বপ্ন [১]

নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য; আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁর নিকটই সাহায্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা আমাদের অন্তরের অনিষ্টতা ও পাপকার্য হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তিনি যাকে পথ প্রদর্শন করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না, আর যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন পথ প্রদর্শক নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল; আল্লাহ তায়ালা তার উপর, তার পরিবারবর্গ ও সাহাবীদের উপর অসংখ্য শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন।

অতঃপর:

আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং নির্জনে ও গোপনে তাকে ভয় করে চলুন।

হে মুসলমানগণ!

আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের জন্য তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নেয়ামতরাজি সম্পূর্ণ করেছেন; দিন ও রাতে তাদের জাগ্রত ও নিদ্রা সর্বাবস্থায় তিনি যাবতীয় কার্য পরিচালনা করেন। আল্লাহ তায়ালা স্বীয় হিকমতের কারণেই বান্দাদের থেকে গায়েবী বা অদৃশ্যের জ্ঞান আড়াল করে রেখেছেন। ফলে গায়েব সম্পর্কে জানার কোন পন্থা নেই, তবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূলদেরকে যা অবহিত করান তা ব্যতীত। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿عَٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ فَلَا يُظۡهِرُ عَلَىٰ غَيۡبِهِۦٓ أَحَدًا * إِلَّا مَنِ ٱرۡتَضَىٰ مِن رَّسُولٖ فَإِنَّهُۥ يَسۡلُكُ مِنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهِۦ رَصَدٗا﴾

অর্থ: [তিনিই গায়েবী বিষয়ের জ্ঞানী, তিনি তাঁর গায়েবের জ্ঞান কারও কাছে প্রকাশ করেন না,* তাঁর মনোনীত রাসূল ছাড়া। সে ক্ষেত্রে আল্লাহ তাঁর রাসূলের সামনে এবং পিছনে প্রহরী নিয়োজিত করেন।] সূরা আল-জ্বিন: ২৬-২৭।

)১ (১৬ই সফর, ১৪৪৫ হিজরীতে জুমার দিনে মসজিদে নববীতে খুতবাটি প্রদান করা হয়।

আল্লাহর অপ্রকাশ্য নেয়ামত এবং তাঁর বিস্ময়কর নিপুণ কর্মের অন্যতম হল: তিনি নবুওয়তের একটি অংশ অবশিষ্ট রেখেছেন; অদৃশ্য কিছু জানার জন্য, যা তিনি তাঁর বান্দাদের স্বপ্নে যাকে ইচ্ছা জানিয়ে দেন। নবী সাঃ বলেছেন: ((**সু-সংবাদবাহী বিষয়াদি ছাড়া নবুওয়তের আর কিছু অবশিষ্ট নেই। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, সুসংবাদবাহী বিষয়াদি কী? তিনি বললেন, শুভ স্বপ্ন।**)) সহীহ বুখারী। এতে রয়েছে মহান আল্লাহর বিস্ময়কর জ্ঞান ও দয়া, যা মুমিনের ঈমানকে বাড়িয়ে দেয়। এটি তাকে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অবহিত করে, যা তাকে গণকদের মিথ্যাচারিতা থেকে রক্ষা করে। এতে রয়েছে ভাল কাজের প্রতি উৎসাহ, মন্দের বিরুদ্ধে সতর্কীকরণ এবং সুসংবাদ ও ভীতিপ্রদর্শন।

শরীয়তে স্বপ্নের একটি বড় মর্যাদা রয়েছে। এটা সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা ও ঘটনার সময় নবীদের দৃঢ়তার মাধ্যম এবং এটা তাদের জন্য ওহী স্বরূপ, যা অন্য কারও জন্য নয়। ইবরাহীম আঃ স্বীয় পুত্র ইসমাঈল আঃ-কে বললেন:

﴿يَٰبُنَيَّ إِنِّيٓ أَرَىٰ فِي ٱلۡمَنَامِ أَنِّيٓ أَذۡبَحُكَ﴾

অর্থ: [হে আমার বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, তোমাকে আমি যবেহ করছি।] সূরা আস-সাফফাত : ১০২।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা ইব্রাহিম আঃ-এর মর্যাদাকে তার স্বপ্নের বাস্তবায়ন এবং তার প্রভুর আদেশ মেনে চলার মাধ্যমে উন্নীত করেছেন। ফলে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তিনি তার জন্য আন্তরিক প্রশংসা জিইয়ে রেখেছেন। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَتَرَكۡنَا عَلَيۡهِ فِي ٱلۡأٓخِرِينَ * سَلَٰمٌ عَلَىٰٓ إِبۡرَٰهِيمَ * كَذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلۡمُحۡسِنِينَ﴾

অর্থ: [আর তার জন্য আমি পরবর্তীদের মধ্যে সুখ্যাতি রেখে দিয়েছি।* ইবরাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।* এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করি।] সূরা আস-সাফফাত: ১০৮-১১০।

ইউসুফ আঃ-এর জীবন স্বপ্ন দর্শনের মাধ্যমে সূচনা হয়েছিল:

﴿يَٰٓأَبَتِ إِنِّي رَأَيۡتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوۡكَبٗا وَٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَ رَأَيۡتُهُمۡ لِي سَٰجِدِينَ﴾

অর্থ: [হে আমার পিতা, আমি দেখেছি এগারটি নক্ষত্র, সূর্য ও চন্দ্রকে, আমি দেখেছি তাদেরকে আমার প্রতি সিজদাবনত অবস্থায়।] সূরা ইউসুফ: ৪।

তার এ স্বপ্ন তার সম্মান ও মর্যাদার সাথে সত্যে পরিণত হয়:

﴿وَرَفَعَ أَبَوَيۡهِ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ وَخَرُّواْ لَهُۥ سُجَّدٗاۖ﴾

অর্থ: [আর সে তার পিতামাতাকে রাজাসনে উঠাল এবং তারা সকলে তার সামনে সেজদায় লুটিয়ে পড়ল।] সূরা ইউসুফ: ১০০।

এ উম্মতের জন্য প্রথম কল্যাণ ও জ্যোতি ছিল স্বপ্নের মাধ্যমে; আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: ((**রাসুলুল্লাহ সাঃ-এর কাছে ওহীর সূচনা হয়েছিল সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন, তা প্রভাত জ্যোতির মত সুস্পষ্টরূপে সত্যে পরিণত হতো।**)) সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

বদর যুদ্ধের সময় আল্লাহ তায়ালা স্বপ্নে তাঁর নবীকে বিজয় দেখিয়েছিলেন। তিনি স্বীয় সাহাবীদেরকে এ সংবাদ জানালে তাদের হৃদয় শক্তিশালী হয় এবং সংখ্যায় কম হওয়া সত্ত্বেও তারা শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে বীরত্ব দেখান। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿إِذۡ يُرِيكَهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلٗاۖ وَلَوۡ أَرَىٰكَهُمۡ كَثِيرٗا لَّفَشِلۡتُمۡ وَلَتَنَٰزَعۡتُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمَۚ﴾

অর্থ: [স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ আপনাকে স্বপ্নে দেখিয়েছিলেন যে, তারা সংখ্যায় কম; যদি আপনাকে দেখাতেন যে, তারা সংখ্যায় বেশী তবে অবশ্যই তোমরা সাহস হারাতে এবং যুদ্ধ বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করতে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।] সূরা আল-আনফাল: ৪৩।

মদিনায় থাকাবস্থায় নবী সাঃ-কে স্বপ্নে মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ দেয়া হয়। আল্লাহ বলেন:

﴿لَّقَدۡ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءۡيَا بِٱلۡحَقِّۖ لَتَدۡخُلُنَّ ٱلۡمَسۡجِدَ ٱلۡحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمۡ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَۖ﴾

অর্থ: [অবশ্যই আল্লাহ তাঁর রাসূলকে স্বপ্নটি যথাযথভাবে সত্যে পরিণত করে দিয়েছেন, আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মসজিদুল-হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে— মাথা মুণ্ডন করে এবং চুল ছেঁটে, নির্ভয়ে।] সূরা আল-ফাতহ: ২৭। অতঃপর এক বছর পর আল্লাহ তাকে মক্কা বিজয় দান করেন।

রাসূল সাঃ কোন স্বপ্ন দেখলে তা সাহাবীদের নিকট ব্যক্ত করতেন; বরং তিনি ফজরের সালাত আদায় শেষে লোকদের দিকে মুখ করে বসতেন এবং জিজ্ঞেস করতেন : ((**তোমাদের কেউ কি গত রাতে কোন স্বপ্ন দেখেছে?**)) সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

নামাযের জন্য আযানের বিধানের মূলভিত্তি হল সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রাঃ যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তার প্রতি নবী সাঃ-এর সম্মতি; তিনি বলেন: ((**অতঃপর ভোর বেলা আমি রাসূল সাঃ-এর নিকট হাযির হয়ে আমার স্বপ্নের বর্ণনা করি। নবী সাঃ বলেন: এটা অবশ্যই সত্য স্বপ্ন -ইনশা আল্লাহ। তুমি বিলালকে ডেকে তোমার সাথে নাও এবং তুমি যেরূপ স্বপ্ন দেখেছ তদ্রূপ তাকে শিক্ষা দাও, যাতে সে ঐরূপে আযান দিতে পারে।**)) মুসনাদে আহমাদ। ইবনে আব্দুল বার্ রহঃ বলেন: ((সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন এবং তাদের পরবর্তী মুসলিম সুন্নি আলেমগণ যারা হেদায়েতপ্রাপ্ত ইমাম ছিলেন তারা সর্বসম্মতিক্রমে এতে ঈমান এনেছেন।))

স্বপ্ন তিন প্রকারের: এক প্রকার সত্য স্বপ্ন যা ঘটবেই। আর অন্য দুই প্রকার হয় শয়তানের পক্ষ থেকে অথবা মনের নানাবিধ কল্পনা। রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন: ((**স্বপ্ন তিন ধরণের। শুভ স্বপ্ন; আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ, আরেক স্বপ্ন হল শয়তানের পক্ষ থেকে; দুর্ভাবনায় ফেলার জন্য, এবং আরেক স্বপ্ন হল মানুষের মনের কল্পনা।**)) সহীহ মুসলিম।

শুভ স্বপ্ন মুমিন বান্দাকে প্রফুল্ল করে এবং তাকে ধোঁকায় ফেলে না। আর এটাই নবুওয়তের অংশবিশেষ। রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**মুমিনের স্বপ্ন নবুয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।**)) সহীহ বুখারী ও মুসলিম। এটাই নবুয়তের পর অবশিষ্ট সুসংবাদবাহী বিষয়; একদা রাসূল সাঃ-কে আল্লাহর এ বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল:

﴿لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ﴾

অর্থ: [তাদের জন্যই আছে সুসংবাদ দুনিয়ার জীবনে ও পরকালে।] সূরা ইউনুস: ৬৪। তখন তিনি বললেন: ((**তা হল, সত্য স্বপ্ন যা কোন মুসলিম দেখে বা তার সম্পর্কে অন্য কাউকে দেখানো হয়।**)) মুসনাদে আহমাদ।

সত্য স্বপ্ন নবুওয়তের একটি অংশ, আর নবুওয়ত হল ওহীর অন্তর্ভুক্ত। আর স্বপ্নের

ব্যাপারে যে মিথ্যা বলে, বস্তুত সে আল্লাহ যা তাকে দেখান নাই তা দেখানোর মিথ্যা দাবি করে। নবী সাঃ বলেন: ((**সবচেয়ে নিকৃষ্ট মিথ্যা কথার অন্যতম এই যে, মানুষ স্বপ্নে যা দেখে না, তা দেখেছে বলে দাবি করা।**)) সহীহ বুখারী। তার শাস্তি কঠিনতর করার জন্য কিয়ামতের দিন তাকে এমন কিছু করতে নির্দেশ প্রদান করা হবে যা করতে সে সক্ষম নয়। এ মর্মে নবী সাঃ বলেছেন: ((**যে ব্যক্তি এমন স্বপ্ন ব্যক্ত করল যা সে দেখেনি, (কিয়ামতের দিনে) তাকে দু'টি যব দানার মাঝে সংযোগ স্থাপন করতে আদেশ করা হবে; কিন্তু সে তা কস্মিনকালেও পারবে না।**)) সহীহ বুখারী।

এ সত্য স্বপ্ন যদিও অধিকাংশ সময় সৎ ব্যক্তিদের সাথে ঘটে থাকে, তবুও তা কখনো কখনো অন্যদের সাথেও ঘটে; ইউসুফ আঃ জেলখানার দুজন কয়েদীর স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেছিলেন, পরে তা-ই সংঘটিত হয়েছিল। তিনি কাফের বাদশাহর সাতটি গরু সম্পর্কিত স্বপ্নেরও ব্যাখ্যা করেছিলেন, সেটাও সত্য হয়েছিল। ইমাম বুখারী তার 'সহীহ বুখারী' গ্রন্থে বলেন: ((বন্দী, বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী ও মুশরিকদের স্বপ্ন সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ।)) ইবনে হাযম রহঃ বলেন: ((কাফেরের স্বপ্নও সত্য হতে পারে, কিন্তু সেটা নবুওয়তের অংশবিশেষ নয় অথবা সুসংবাদবাহী বিষয়ের অন্তর্গত হবে না। তবে তা হবে তার জন্য ও অন্যান্যদের জন্য সতর্কবাণী ও উপদেশ স্বরূপ।))

দিনের বেলার স্বপ্নও রাতের স্বপ্নের ন্যায় সত্য হতে পারে; "একদিন নবী সাঃ উম্মে হারাম বিনতে মিলহান রাঃ-এর বাড়িতে গিয়ে দিনের বেলায় কিছুক্ষণ হালকা ঘুমালেন এবং একটি স্বপ্ন দেখেন। অতঃপর তিনি সেটা উম্মে হারামের নিকট বর্ণনা করেন।" সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

কেউ পছন্দনীয় কিছু স্বপ্ন দেখলে এজন্য আল্লাহর প্রশংসা করা, খুশি হওয়া ও প্রিয় মানুষের কাছে তা ব্যক্ত করা মুস্তাহাব। তবে হিংসুক ও ষড়যন্ত্রকারী লোকের নিকট এরূপ স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করবে না। ইয়াকুব আঃ বলেছিলেন:

﴿قَالَ يَٰبُنَيَّ لَا تَقۡصُصۡ رُءۡيَاكَ عَلَىٰٓ إِخۡوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيۡدًاۖ﴾

অর্থ: [হে আমার বৎস! তোমার স্বপ্নের কথা তোমার ভাইদের কাছে বলো না; বললে তারা তোমার বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র করবে।] সূরা ইউসুফ: ৫।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে অপছন্দনীয় কিছু দেখবে, তার জন্য সুন্নত হল: এ

দুঃস্বপ্নের ক্ষতি ও শয়তানের অনিষ্টতা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা, বামদিকে তিনবার থুথু নিক্ষেপ করা, পার্শ্ব পরিবর্তন করা, কারো সাথে তা ব্যক্ত না করা এবং নফল সালাতে দাঁড়ানো। ইমাম নববী রহঃ বলেন: ((এর অনিষ্টতা থেকে বাঁচতে এগুলোর কোনটির উপর আমল করলেও আল্লাহর ইচ্ছায় তা যথেষ্ট হবে- যেমনটি বিভিন্ন হাদিসে স্পষ্টরূপে এসেছে।))

স্বপ্নের ব্যাখ্যা নবী ও ঈমানদারদের জ্ঞানের অংশ। এটি একটি দুর্লভ জ্ঞান যা প্রতিভা ও অর্জনকে একত্রিত করে এবং এমন নেয়ামত যা আল্লাহ যাকে ইচ্ছে তাকে দান করেন। ইউসুফ আঃ সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَلِنُعَلِّمَهُۥ مِن تَأۡوِيلِ ٱلۡأَحَادِيثِۚ﴾

অর্থ: [এবং যেন আমি তাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেই।] সূরা ইউসুফ: ২১।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা ফতোয়ার ন্যায়, তাই যে কারো এ বিষয়ে না জেনে কথা বলা জায়েয নয়। ইউসুফ আঃ দুই ব্যক্তিকে বলেছিলেন:

﴿قُضِيَ ٱلۡأَمۡرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسۡتَفۡتِيَانِ﴾

অর্থ: [যে বিষয়ে তোমরা জানতে চেয়েছ তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে।] সূরা ইউসুফ: ৪১।

আর বাদশাহ বলেছিলেন:

﴿أَفۡتُونِي فِي رُءۡيَٰيَ﴾

অর্থ: [তোমরা আমার স্বপ্ন সম্বন্ধে অভিমত দাও।] সূরা ইউসুফ: ৪৩।

আর লোকটি ইউসুফ আঃ-কে বললেন:

﴿أَفۡتِنَا فِي سَبۡعِ بَقَرَٰتٍ﴾

অর্থ: [আপনি আমাদের ব্যাখ্যা দিন, সাতটি মোটাতাজা গাভী সম্বন্ধে।] সূরা ইউসুফ: ৪৬।

বস্তুত স্বপ্নের ব্যাখ্যা কিয়াস, সাদৃশ্য এবং বিবেচনার সাথে বোধগম্য বিষয়কে অনুভবযোগ্য বস্তুর সাথে সংযুক্ত করার উপর নির্ভর করে। ইবনুল কাইয়্যিম রহঃ বলেন:

((কুরআনের উদাহরণগুলো সবই স্বপ্নের ব্যাখ্যাজ্ঞানের মূল ভিত্তি ও নীতি; এটা তার জন্য যে তা দ্বারা সঠিকভাবে প্রমাণ গ্রহণ করতে সক্ষম। অনুরূপভাবে, যে কুরআন বোঝে, সে স্বপ্নকে সর্বোত্তম উপায়ে প্রকাশ করতে পারে। মূলত স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যার নীতিমালা কুরআনের কুলঙ্গি থেকে নেয়া হয়েছে।))

যে ব্যক্তি তার স্বপ্নের কথা প্রকাশ করতে চায়, সে যেন তা এ বিষয়ে অভিজ্ঞ জ্ঞানী ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো নিকট প্রকাশ না করে; কেননা প্রত্যেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিই তা সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম নন। অনুরূপভাবে যে শুধু খবনামার বই দেখে সেও এর সঠিক ব্যাখ্যাকার নয়; কেননা ব্যক্তি, সময় ও স্থানের সাথে স্বপ্নের ব্যাখ্যার নানা অবস্থা জড়িত। ইমাম মালেক রহঃ-কে জিজ্ঞেস করা হল: ((যে কেউ কি স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পারে? তখন উত্তরে বললেন: নবুওয়তের সাথে কি তামাশা করা যায়?))

আল্লাহ তায়ালা যাকে স্বপ্নের সুন্দর ব্যাখ্যা করার দক্ষতা দান করেছেন সে যেন আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে, লৌকিকতা ও প্রচারেচ্ছা পরিহার করে এবং স্বীয় রবের নিকট সাহায্য ও সঠিকতা কামনা করে। আর যেন আত্মতৃপ্তিতে না ভোগে; কেননা এটা নেয়ামতরাজিকে বিনষ্ট করে। সে যেন এ নেয়ামতের জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে। ইউসুফ আঃ আল্লাহর নেয়ামত স্বীকার করে বলেছিলেন :

﴿رَبِّ قَدۡ ءَاتَيۡتَنِي مِنَ ٱلۡمُلۡكِ وَعَلَّمۡتَنِي مِن تَأۡوِيلِ ٱلۡأَحَادِيثِۚ﴾

অর্থ : [হে আমার রব! আপনি আমাকে রাজ্য দান করেছেন এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন।] সূরা ইউসুফ : ১০১।

মুফতী, স্বপ্নের ব্যাখ্যাকার ও ডাক্তারগণ সাধারণ মানুষের গোপনীয়তা ও দোষ-ত্রুটি যতটা অবগত হতে পারেন তা অন্য কেউ পারে না। কাজেই যা প্রকাশ করা সমীচিন নয় তাতে তাদের পর্দা ব্যবহার করা উচিত।

সত্য স্বপ্ন নিঃসন্দেহে তা ঘটবেই; চাই তা ব্যাখ্যা করা হোক বা না হোক। ইয়াকুব আঃ ইউসুফ আঃ-কে বললেন:

﴿لَا تَقۡصُصۡ رُءۡيَاكَ﴾

অর্থ: [তুমি তোমার ভাইদের নিকট তোমার স্বপ্নের বর্ণনা দিও না] সূরা ইউসুফ : ৫।

কিন্তু তিনি আর সেটার ব্যাখ্যা করেননি, তবুও তা বাস্তবে রূপ নেয়; বস্তুত ব্যাখ্যাকার স্বপ্ন যা নির্দেশ করে তার হকিকত প্রকাশ করেন এবং এটি সঠিকও হতে পারে বা ভুলও হতে পারে। আবু বকর রাঃ একটি স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার পর তাকে নবী সাঃ বললেন: ((**তুমি কিছু ঠিক বলেছ, আর কিছু ভুল করেছ।**)) সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

আর স্বপ্ন সংঘটিত হওয়ার সময়কাল হল: তা ঐ সময়েও সংঘটিত হতে পারে, আবার তা কম-বেশি বিলম্ব করেও হতে পারে। আবদুল্লাহ বিন শাদ্দাদ রহঃ বলেন: ((ইউসুফ আঃ-এর স্বপ্ন চল্লিশ বছর পরে বাস্তবায়িত হয়েছিল। আর এ সময়কাল পর্যন্তই স্বপ্নের প্রতিফলনের মেয়াদ সমাপ্ত হয়।)) মুসলমানের জানা উচিত যে, আল্লাহ তার জন্য যা ফয়সালা করেন তা-ই তার জন্য মঙ্গলজনক, চাই তা তাৎক্ষণিকভাবে হোক বা দেরীতে।

পরিশেষে, হে মুসলিমবৃন্দ:

যখন নবুওয়ত ও তার নিদর্শনের যুগ অনেক দূরে চলে যাবে; তখন বিকল্প হিসেবে আল্লাহ মুমিনদেরকে স্বপ্ন দান করবেন। নবী সাঃ বলেছেন: ((**যখন কিয়ামত নিকটবর্তী হয়ে যাবে তখন মুমিনের স্বপ্ন মিথ্যা হবে না।**)) সহীহ বুখারী ও মুসলিম। পক্ষান্তরে নবুওয়তের নূরের শক্তির যুগে; নবুওয়তের নূর ও শক্তির প্রকাশই স্বপ্নের পরিবর্তে যথেষ্ট।

মানুষের মধ্যে অধিক সত্য স্বপ্নদ্রষ্টা সেই ব্যক্তি, যে জাগ্রতবস্থায় অধিক সত্যবাদী; নবী সাঃ বলেন: ((**তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সত্যভাষী ব্যক্তি সর্বাধিক সত্য স্বপ্নদ্রষ্টা হবে।**)) সহীহ মুসলিম। ইবনে হাজার রহঃ বলেন: ((যে ব্যক্তি প্রায়শই তার জাগ্রত অবস্থায় সত্যবাদী হয়, তখন এ অবস্থাটি তার ঘুমের মধ্যেও থাকে; তখন সে সত্য ছাড়া কিছুই দেখে না। আর এটি মিথ্যাবাদী ও প্রতারকের বিপরীতে; কারণ এতে তার হৃদয় কলুষিত ও জ্যোতিহীন হয়ে যায়; তাই সে বিভ্রান্তি ও দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না।))

সুতরাং কথা বলার ক্ষেত্রে সর্বদা সৎ থাকুন এবং তাকওয়া অবলম্বন করুন; তাহলে উভজগতের কল্যাণই লাভ করতে পারবেন।

আউযুবিল্লাহি মিনাশ-শায়তানির রাজীম[১]

﴿وَرَفَعَ أَبَوَيۡهِ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ وَخَرُّواْ لَهُۥ سُجَّدٗاۖ وَقَالَ يَٰٓأَبَتِ هَٰذَا تَأۡوِيلُ رُءۡيَٰيَ مِن قَبۡلُ قَدۡ جَعَلَهَا رَبِّي حَقّٗاۖ﴾

অর্থ: [আর ইউসুফ তার পিতা-মাতাকে উঁচু আসনে বসালেন এবং তারা সবাই তার সম্মানে সিজদায় লুটিয়ে পড়ল। তিনি বললেন, হে আমার পিতা! এটাই আমার আগেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা; আমার রব এটা সত্যে পরিণত করেছেন।] সূরা ইউসুফ: ১০০।

আল্লাহ আমাকে ও আপনাদেরকে মহাগ্রন্থ আল কুরআনের মাধ্যমে বরকত দিন ...

)১ (অর্থ: আমি আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

দ্বিতীয় খুতবা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য তাঁর ইহসানের কারণে। তাঁরই শুকরিয়া আদায় করছি; ভালকাজের তাওফীক দান ও অনুগ্রহের জন্য। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই; তাঁর সত্ত্বার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল; আল্লাহ তায়ালা তার উপর, তার পরিবারবর্গ ও সাহাবীদের উপর অসংখ্য শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন।

হে মুসলমানগণ:

নবী সাঃ-এর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ইসলাম ধর্ম পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। কাজেই পরবর্তীতে স্বপ্নের দ্বারা ইসলামের কোন বিধান সাব্যস্ত হবে না। ইমাম শাতেবী রহঃ বলেন: ((স্বপ্নের ফায়দা হল: কেবলই সুসংবাদ বা সতর্কীকরণ। পক্ষান্তরে এ থেকে কোন বিধান সাব্যস্তকরণের ফায়দা গ্রহণ; তা অবশ্যই না।))

আল্লাহ তায়ালা আমাদের নবী মুহাম্মদ সাঃ-কে শয়তান কর্তৃক তার সাদৃশ্য গ্রহণ থেকে রক্ষা করেছেন, তাই যে ব্যক্তি তাকে স্বপ্নে দেখেছে সে তাকে বাস্তবেই দেখেছে। এ মর্মে নবী সাঃ বলেছেন: ((**যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখে সে অবশ্যই আমাকে দেখেছে। কারণ শয়তান আমার রূপ ধারণ করতে পারে না।**)) সহীহ বুখারী ও মুসলিম। কেউ নবী সাঃ-কে স্বপ্নে দেখলে এটা প্রমাণ হয় না যে, সে অন্যদের থেকে উত্তম ব্যক্তি। আবার কেউ যদি নবীর সুন্নত ও জীবনীতে বর্ণিত বৈশিষ্ট্য বহির্ভূত অন্য রূপে তাকে স্বপ্নে দেখে অথবা দেখে যে তিনি তাকে বাতিল কিছুর আদেশ করছেন; তাহলে বুঝতে হবে যে, এটা অলীক স্বপ্ন। বস্তুত নবী সাঃ-এর অনুসরণেই যাবতীয় কল্যাণ নিহিত।

অতঃপর আপনারা জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে তাঁর নবীর উপর দরুদ ও সালাম পেশ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

সমাপ্ত

خطبة الجمعة

١٤٤٥/٢/١٦ هـ | 2023/9/1 م

فضيلة الشيخ

د. عبد المحسن بن محمد القاسم

إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف

بعنوان

الرؤيا في المنام

مترجمة باللغة البنغالية

a-alqasim.com